

NMST DG urges teachers to be morally strong



National Museum of Science and Technology director general Mohammad Munir Chowdhury speaks at a meeting of teachers in Chittogram on Monday. **Report on page 4** — Press release

Staff Correspondent

NATIONAL Museum of Science and Technology director general Mohammad Munir Chowdhury urged teachers to be morally strong.

He was speaking in two separate meetings of teachers at Chittagong Government Women's College and Ispahani Public School and College on Monday, said a press release.

He said that mobile addiction is wreaking havoc on the education system. Some teachers are using mobile phones in the class and this inattention of the teacher in the class is disrupting the teaching activities, which is

a serious crime.

Teachers should be role models for the students, so that they get a place in the heart of the students. For this reason, there is a need for dedicated teachers motivated by moral ideals.

He urged teachers to come forward to save the new generation from the curse of mobile addiction. Parents complain from house to house that children are drowning in the mobile world closing door.

Parents and teachers have the responsibility of protecting children from this scourge of mobile phones. The practice of feeding toddlers with mobile phones in

their hands is destructive.

Children and teenagers should be educated in religious education. Children should be made good citizens by obeying God's rules and regulations and discipline because man has to return to the creator with his own deeds.

দৈনিক পূর্বকোণ

প্রতিষ্ঠাতা আলহাজ মোহাম্মদ ইউসুফ চৌধুরী

বুধবার ১২ অক্টোবর ২০২২



চট্টগ্রাম সরকারি মহিলা কলেজ এবং ইম্পাহানী পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজে শিক্ষকদের দুটি পৃথক সভায় বক্তব্য রাখেন জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরের মহাপরিচালক মোহাম্মদ মুনীর চৌধুরী

চট্টগ্রামে বিজ্ঞান সভায় মুনীর চৌধুরী

শিক্ষকদের শুদ্ধতা চাই

৪টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে
১০ লাখ টাকা অনুদান

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

.....

চট্টগ্রাম সরকারি মহিলা কলেজ এবং ইম্পাহানী পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজে শিক্ষকদের দুটি পৃথক সভায় জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরের মহাপরিচালক মোহাম্মদ মুনীর চৌধুরী শিক্ষকদের নৈতিকতায় বলিষ্ঠ হবার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, 'কঠোর অনুশাসন নিয়ে শিক্ষকতার দায়িত্ব পালন করতে হবে। শ্রেণীকক্ষে মোবাইল ফোন ব্যবহার করা যাবে না। মোবাইল আসক্তি শিক্ষা ব্যবস্থার বিপর্যয় ডেকে আনছে। কিছু শিক্ষক ক্লাসে মোবাইল ব্যবহার করছেন এবং ক্লাসে শিক্ষকের এ অমনোযোগিতা শিক্ষার্থীদের পাঠদান কার্যক্রম

ব্যাহত করছে। এটি গুরুতর অপরাধ।' ১০ অক্টোবর উক্ত দুই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দুটি পৃথক সভায় তিনি বক্তব্য রাখেন।

মোহাম্মদ মুনীর চৌধুরী বলেন, 'একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আকস্মিক পরিদর্শনকালে দেখা গেল, শ্রেণীকক্ষগুলোর দরজা বাইরে থেকে আবদ্ধ। শিক্ষার্থীদের ক্লাসরুমে বন্দী রেখে পাঠদানবিহীন অবস্থায় রেখে শিক্ষকরা তাদের কমনরুমে গল্পগুজবে ব্যস্ত। এ ধরনের শিক্ষকদের কঠোর ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হওয়া উচিত। আধুনিক প্রযুক্তির সুযোগ সুবিধাসহ যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং সন্তোষজনক বেতনভাতা প্রাপ্তির পরও পাঠদানে অবহেলা অমার্জনীয় অপরাধ।' তিনি আরও বলেন, 'আগের যুগের শিক্ষকেরা রোদে পুড়ে, পায়ের হেঁটে ও ঘাম বরিয়ে স্কুলে যাতায়াত করতেন এবং

● ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠার ৭ম ক.

শিক্ষকদের শুদ্ধতা চাই

● ১ম পৃষ্ঠার পর

ক্রান্তিহীনভাবে পাঠদান করতেন। এক্ষেত্রে প্রধান শিক্ষক বা অধ্যক্ষকেও প্রতিষ্ঠানের প্রধান হিসেবে কঠোর নেতৃত্বের ভূমিকা পালন করতে হবে। প্রতিষ্ঠান প্রধান বলিষ্ঠ ভূমিকায় থাকলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সুনাম ও খ্যাতি শীর্ষে পৌঁছে যায়। শিক্ষার্থীদের সামনে শিক্ষকরা হবেন এমন আদর্শবান ও অনুকরণীয় ব্যক্তিত্ব, যেন তারা শিক্ষার্থীদের হৃদয়মূলে স্থান পান। এজন্য প্রয়োজন ত্যাগী শিক্ষক এবং নৈতিক আদর্শে উজ্জীবিত শিক্ষক।' মোহাম্মদ মুনীর চৌধুরী আরও বলেন, 'আধুনিক প্রজন্মকে মোবাইল আসক্তির অভিশাপ থেকে বাঁচাতে শিক্ষকদের এগিয়ে আসতে হবে। ঘরে ঘরে অভিভাবকদের অভিযোগ, সন্তানরা দরজা বন্ধ করে পড়াশোনা বাদ দিয়ে মোবাইল জগতে ডুবে আছে। মোবাইলের এ বিপর্যয় থেকে সন্তানদের রক্ষা পিতা-মাতা ও শিক্ষকদের সমান দায়িত্ব। অতিরিক্ত মোবাইল ব্যবহারের কারণে বিকিরণের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের বোঝাতে হবে। শিশুদের হাতে মোবাইল দিয়ে মায়েরা মুখে খাবার তুলে দেয়ার যে রীতি চালু করেছে, তা ধ্বংসাত্মক।'

তিনি বলেন, 'শিশু কিশোরদের ধর্মীয় শিক্ষায় শিক্ষিত করতে হবে। শৃঙ্খল বিধিবিধান ও অনুশাসন মেনে এবং শৃঙ্খলা শিক্ষা দিয়ে সন্তানদের সুনামগরিক করতে হবে। শুধু খেয়ে পরে বেঁচে থাকার জন্য মানুষের জীবন নয়। শৃঙ্খল বিধান পালনের মাধ্যমে জীবনকে মূল্যবান করতে হবে, কারণ মানুষকে তার নিজের কর্মফল নিয়ে শৃঙ্খল কাছে ফিরে যেতে হবে।' শিক্ষকদের উদ্দেশ্যে মোহাম্মদ মুনীর চৌধুরী বলেন, 'প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে চেইন অব কমান্ড রক্ষা করতে হবে। কর্তৃপক্ষের প্রতিটি আদেশ শিরোধার্য মনে করে বাস্তবায়ন করতে হবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকদের মধ্যে কোন্দল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সমস্ত অর্জনকে স্তান করে দেয়। শিক্ষকরা এ সমাজে সম্মান ও শ্রদ্ধার পাত্র। কাজেই অন্যদের তুলনায় তাদের আচার আচরণ অনেক অসাধারণ অনুকরণীয় এবং নীতি-নৈতিকতার মান শ্রেষ্ঠ হতে হবে। তবেই শিক্ষার্থীরা সৎ ও আদর্শ জীবনে অনুপ্রাণিত হবে এবং দেশ এগিয়ে যাবে। নিয়মিত পড়াশোনা ও বিজ্ঞান চর্চার মধ্যে শিক্ষার্থীদের ব্যস্ত রাখলে তারা মোবাইল আসক্তিসহ অনেক অপরাধ থেকে বেঁচে থাকতে পারে।' এর আগে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর কর্তৃক বিজ্ঞান সামগ্রী ক্রয়ের জন্য চট্টগ্রাম সরকারি মহিলা কলেজসহ ৪টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে ১০ লাখ টাকা অনুদান প্রদান করা হয়।

কালের কণ্ঠ

আপডেট : ১১ অক্টোবর, ২০২২ ২০:০০

শিক্ষকদের শুদ্ধতা চাই, চট্টগ্রামে বিজ্ঞান সভায় মুনীর চৌধুরী



শিক্ষকদের নৈতিকতায় বলিষ্ঠ হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরের মহাপরিচালক মোহাম্মাদ মুনির চৌধুরী। গতকাল সোমবার চট্টগ্রাম সরকারি মহিলা কলেজ এবং ইম্পাহানী পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজে শিক্ষকদের দুটি পৃথক সভায় তিনি এই আহ্বান জানান।

মুনির চৌধুরী বলেন, কঠোর অনুশাসন নিয়ে শিক্ষকতার দায়িত্ব পালন করতে হবে। শ্রেণিকক্ষে মোবাইল ফোন ব্যবহার করা যাবে না। মোবাইল আসক্তি শিক্ষা ব্যবস্থার বিপর্যয় ডেকে আনছে। কিছু শিক্ষক ক্লাসে মোবাইল ব্যবহার করছে এবং ক্লাসে শিক্ষকের এ অমনোযোগিতা শিক্ষার্থীদের পাঠদান কার্যক্রম ব্যাহত করছে। এটি গুরুতর অপরাধ। একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে আকস্মিক পরিদর্শনকালে দেখা গেল, শ্রেণিকক্ষগুলোর দরজা বাইরে থেকে আবদ্ধ। শিক্ষার্থীদের ক্লাসরুমে বন্দী রেখে পাঠদানবিহীন অবস্থায় রেখে শিক্ষকরা তাদের কমনরুমে গল্প-গুজবে ব্যস্ত। এ ধরনের শিক্ষকদের কঠোর ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হওয়া উচিত। আধুনিক প্রযুক্তির সুযোগ সুবিধাসহ যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং সন্তোষজনক বেতনভাতা প্রাপ্তির পরও পাঠদানে অবহেলা অমার্জনীয় অপরাধ।

জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরের মহাপরিচালক বলেন, আগের যুগের শিক্ষকেরা রোদে পুড়ে, পায়ে হেঁটে ও ঘাম ঝরিয়ে স্কুলে যাতায়াত করতেন এবং ক্লাসটিহীনভাবে পাঠদান করতেন। এক্ষেত্রে প্রধান শিক্ষক বা অধ্যক্ষকেও প্রতিষ্ঠানের প্রধান হিসেবে কঠোর নেতৃত্বের ভূমিকা পালন করতে হবে। প্রতিষ্ঠান প্রধান বলিষ্ঠ ভূমিকায় থাকলে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সুনাম ও খ্যাতি শীর্ষে পৌঁছে যায়। শিক্ষার্থীদের সামনে শিক্ষকরা হবেন এমন আদর্শবান ও অনুকরণীয় ব্যক্তিত্ব, যেন তারা শিক্ষার্থীদের হৃদয়মূলে স্থান পান। এজন্য প্রয়োজন ত্যাগী শিক্ষক এবং নৈতিক আদর্শে উজ্জীবিত শিক্ষক। আধুনিক প্রজন্মকে মোবাইল আসক্তির অভিশাপ থেকে বাঁচাতে শিক্ষকদের এগিয়ে আসতে হবে।

মুনির চৌধুরী বলেন, ঘরে ঘরে অভিভাবকদের অভিযোগ, সন্তানরা দরজা বন্ধ করে পড়াশোনা বাদ দিয়ে মোবাইল জগতে ডুবে আছে। মোবাইলের এ বিপর্যয় থেকে সন্তানদের রক্ষা করা পিতা-মাতা ও শিক্ষকদের সমান দায়িত্ব। অতিরিক্ত মোবাইল ব্যবহারের কারণে বিকীরণের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের বোঝাতে হবে। শিশুদের হাতে মোবাইল দিয়ে মায়েরা মুখে খাবার তুলে দেওয়ার যে রীতি চালু করেছে, তা ধ্বংসাত্মক। শিশু কিশোরদের ধর্মীয় শিক্ষায় শিক্ষিত করতে হবে। স্রষ্টার বিধি-বিধান ও অনুশাসন মেনে এবং শৃঙ্খলা শিক্ষা দিয়ে সন্তানদের সুনাগরিক করতে হবে। শুধু খেয়ে পরে বেঁচে থাকার জন্য মানুষের জীবন নয়। স্রষ্টার জীবনবিধান পালনের মাধ্যমে জীবনকে মূল্যবান করতে হবে, কারণ মানুষকে তার নিজের কর্মফল নিয়ে স্রষ্টার কাছে ফিরে যেতে হবে। প্রতিটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে চেইন অব কমান্ড রক্ষা করতে হবে। কর্তৃপক্ষের প্রতিটি আদেশ শিরোধার্য মনে করে বাস্তবায়ন করতে হবে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষকদের মধ্যে কোন্দল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সমস্ত অর্জনকে ম্লান করে দেয়। শিক্ষকরা এ সমাজে সম্মান ও শ্রদ্ধার পাত্র। কাজেই অন্যদের তুলনায় তাঁদের আচার-আচরণ অনেক অসাধারণ অনুকরণীয় এবং নীতি-নৈতিকতার মান শ্রেষ্ঠ হতে হবে। তবেই শিক্ষার্থীরা সৎ ও আদর্শ জীবনে অনুপ্রাণিত হবে এবং দেশ এগিয়ে যাবে। নিয়মিত পড়াশোনা ও বিজ্ঞান চর্চার মধ্যে শিক্ষার্থীদের ব্যস্ত রাখলে তারা মোবাইল আসক্তিসহ অনেক অপরাধ থেকে বেঁচে থাকতে পারে।